# তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ‘অনুপ্রবেশ’:দিশাহীন নকশাল আন্দোলনের এক অনন্য উপন্যাস

*ড. খোকন কুমার বাগ

শতাধিক ছোটোগল্প এবং দশাধিক উপন্যাস রচনা করে তুষার চট্টোপাধ্যায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থানটি সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করে নিয়েছেন। ব্যক্তি তুষারবাবু যেমনই হোন না কেন, তাঁকে সম্পূর্ণ চিনতে গেলে খুঁজতে হবে তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁর সাহিত্য রচনার টেক্‌নিকই হল ‘আমি’ কথক চরিত্রের রূপায়ণ। লেখক আমি-পক্ষে কথা বলে জীবন পথের অর্জিত কথা অবলীলাক্রমে বলে যান পাঠককে। সেই সূত্রেই পাঠক পেয়ে যান উত্তাল নকশাল আন্দোলনের তিক্ত অনুভূতি।

স্বাধীনতা পরবর্তী আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনা বাঙালি সমাজকে আলোড়িত করেছিল—খাদ্য সংকট এবং তাকে কেন্দ্র করে বামপন্থীদের খাদ্য-আন্দোলন, আবার সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রায়োগিক নীতির প্রেক্ষাপটে বামপন্থী দলের ভাঙন— সি. পি. আই থেকে সি. পি. আই (এম) এবং আরও পরে সি. পি. আই (এম.)থেকে সি. পি. আই (এম.এল.), এরপর ১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সি. পি. আই (এম. এল)-এর পরিচালনায় সারা পশিমবঙ্গে গড়ে ওঠে বৃহত্তর কৃষক আন্দোলন, যা নকশালবাড়ির আন্দোলন বা শুধু নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। নকশাল আন্দোলনের প্রধান ঘোষণাই ছিল,

> “ভারতীয় বিপ্লবের মূল কাজ হচ্ছে সামন্ততন্ত্র, আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের শাসনকে উৎখাত করা; এটাই আমাদের বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করছে। আমাদের দেশ এখন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে। যে বিপ্লবের অন্তর্বস্তু হল কৃষিবিপ্লব”।[১]

নকশালদের মূল শ্লোগানই ছিল,

> “শ্রেণী সংগ্রাম অর্থাৎ খতম অভিযান চালিয়েই আমরা আমাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করব”।[২]

অঙ্কের হিসেবে তুষার চট্টোপাধ্যায় তখন পরিপূর্ণ যুবক। ব্যক্তিগত জীবনে খুব কাছ থেকে তিনি দেখে ছিলেন সেই উত্তাল আন্দোলনের প্রবাহ ও প্রবণতাকে। তাঁর অনেক রচনায় এই রাজনৈতিক আলোড়নের ছবি ধরা পড়েছে।

২

'অনুপ্রবেশ' তুষার চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসটি ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। 'অনুপ্রবেশ' হল নকশাল আন্দোলনের আদর্শচ্যুত নায়ক উপলমুখরের জীবন-পথ রোমন্থনের কাহিনি। স্বাভাবিকভাবেই লেখক গ্রহণ করেছেন 'ফ্লাশব্যাক' (শেষ অংশ বাদে) পদ্ধতি। উপন্যাসের শুরুতে দেখি , নকশাল নেত্রী শুভ্রা অরফে ভারতী উপলের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও উপল তার কাছে উপেক্ষিত। তখন থেকেই পাঠকের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি খুঁজতে থাকে এর কারণ। উপল অসুস্থ জেনেও "শুভ্রা ড্রেসিং আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে কাপড় ঠিক করে, ঢিলে হয়ে আসা খোঁপা খুলে আবার শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে একজন তৃতীয় ব্যক্তির মতো করে বলল, রাতে ঘুম না হওয়াটা খারাপ, তুমি ডাক্তারকে বল। ..." ('অনুপ্রবেশ', পৃ; ১০)। উপন্যাসের প্রথমেই পাঠক বুঝতে পারেন, উপলের স্ত্রী শুভ্রা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তার পার্টির কাজ অসুস্থ উপলের থেকেও বড়ো। একার সংসারে একাকী ঘরে স্ত্রীর তাচ্ছিল্য উপল উপলব্ধি করে, কিন্তু পাঠক বুঝে নেন তার অসহায় অবস্থা। এই উপেক্ষিত বোধ থেকেই উপলের অন্তর্লোকে উদ্ভাসিত হয় ফেলে আসা দিনের ছায়াছবি।

উপল ব্যক্তিগত জীবনে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। রাজনীতির সঙ্গে তার পরিচয় কলেজের ছাত্রাবস্থায়। তবে স্কুলে পড়াকালীন ধনাদার নেতৃত্বে খাদ্য-আন্দোলনের মিছিলে পা মিলিয়েছিল— অনেকটা না বুঝেই। আবার, কলেজের ছাত্র পরিষদের বড়োলোকের মস্তান ছাত্র লালটুস ওরফে সোমনাথ বড়ালের বিপক্ষে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন 'ছাত্র ফেডারেশনের' বিজয়ী প্রার্থী এই উপল। বলা যেতে পারে, একমাত্র এর জন্যই তাকে চলে আসতে হয়েছে নিমতিঝোরার টি-এস্টেটে সেজ কাকার বন্ধু অবনীশ মৌলিকের আশ্রয়ে। এখানেই তার সঙ্গে ভারতীর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা।

৩

উপন্যাসে ভারতীকে যখন প্রথম দেখা গেল, তখন সে কলেজ-ছাত্রী হলেও পুরোদমে গিন্নি। উপলমুখরের অভিভাবকও। তখনও উপল জানেনা ভারতী নকশালকর্মী। কেননা, গোপনীয়তা ছিল তাদের একমাত্র অলংকার। ভারতী ছিল সেই ভূষণে আচ্ছাদিত। চা-বাগানের ম্যানেজার ভারতীর মেসোমশায় অবনীশ মৌলিকের বিরুদ্ধে চলেছে শ্রমিক আন্দোলন—বোনাসের হার বৃদ্ধির জন্য চা-শ্রমিকদের লাগাতার ধর্মঘট। শ্রমিক আন্দোলনের জেরে অবনীশ মৌলিককে ঘেরাও থাকতে হত বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত। শ্রমিকেরা অবনীশের বিরুদ্ধে পোস্টার লাগিয়েছে, তাঁর বাসভবনের সামনে গণধরনা হয়েছে। এ-সবের মূলে আছে নকশালদের গোপন মদত।

বস্তুত, নকশাল নেতা চারু মজুমদারের নেতৃত্বে ঘোষিত হয়েছে পার্টির কর্মসূচি। ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে তিনি লিখলেন—

> "কমিউনিস্টরা সব সময়েই কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী রাজনীতি অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি আর বন্দুক সংগ্রহ অভিযান চালানোর প্রচার চালাবে। এই প্রচার চালানো সত্ত্বেও কৃষক হয়তো গণ ডেপুটেশনের সিদ্ধান্ত নেবে এবং আমাদের সেই আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে।"[৩]

উপন্যাসে ভারতী সেই নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। ভারতী মেসো অবনীশ মৌলিকের বাড়িতে খেয়ে-পড়ে তাঁরই বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালনা করে চলেছে।

ভারতীকে লেখক সব থেকে কঠিন ও দুর্বোধ্য চরিত্র রূপে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অবনীশ মৌলিক ভারতী প্রতিপালক, জন্মাবধি ভারতী এই চা-বাগানে অবনীশ মৌলিকের অভিভাবকত্বে বড়ো হয়েছে। এখন, ভারতীর দলের চোখে অবনীশ গণশত্রু। সেই গণশত্রুর বিরুদ্ধে নকশাল নেত্রী শুভ্রা ওরফে ভারতী সোচ্চার। ভারতী অত্যন্ত কঠিন হৃদয়ের মহিলা —অবনীশের অন্নে প্রতিপালিত হয়েও অবনীশের ঘরে বসেই 'গণশত্রু' অবনীশের বিরুদ্ধে শ্রমিক-আন্দোলন পরিচালনা করেছে। আবার, একজন আদর্শচ্যুত

নকশালকর্মী উপলকে সঙ্গে নিয়ে পা টেনে টেনে পথ চলছে—এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। আসলে নকশালদের এমনটাই হতে হয়। নকশালকর্মীরা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সমাজ ও পার্টির জন্যে জীবন-উৎসর্গ করে।

সে-সময় সি. পি. আই.(এম. এল.) দলের সদস্যদের পাঁচটি বিধি মান্য করতে হত। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিধিটি হল,

> "জনগণের ও পার্টির স্বার্থকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া।"[৪]

শুভ্রা এই পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। পার্টির প্রতি কর্তব্যবশতই সে উপলকে বুঝিয়ে দেয় নিমতিঝোরা টি-এস্টেটের ম্যানেজার কেন গণশত্রু। সে সর্বদা পার্টির গাইডলাইন মেনে কাজ করেছে, এমন কি সংসার জীবনও তার গড়ে উঠেছে পার্টির লাইনে। নকশালবাড়ির কর্মসূচিতে তাদের সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "ভারতীয় জনগণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ—এই দুটি পাহাড়ের বদলে আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ, সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং মুৎসুদ্দি আমলাতান্ত্রিক পুঁজি—এই চার শত্রুর বর্বর শোষণ ও পীড়ন ভারতীয় জনগণের জীবনে আনল অভূতপূর্ব দুঃখ-দুর্দশা এবং বিপর্যয়। কোটি কোটি লোক আজ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করছেন। লক্ষ লক্ষ লোক আজ ভুখা, নাঙ্গা, গৃহহীন ও বেকার।"[৫]

'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসে অবনীশ মৌলিক চা-বাগানের ম্যানেজার, এই শোষক শ্রেণির শক্তিকেই মজবুত করছে। বুর্জোয়া শক্তি সঞ্চারক অবনীশ মৌলিকের শ্রমিকবিরোধী ভূমিকা চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। সেই ব্যর্থতা কেবল শ্রমিকদের নয়, ভারতীর দলের ব্যর্থতা, যা কখনো নকশালদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং, এখন পার্টির দরকার উপলের মতো একজন কর্মী। দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য একজন সংগঠক। চারু মজুমদারের ঘোষণা ছিল —

"প্রত্যেকটি পার্টি সভ্যকে গোপনে সংগঠনের কাজ করতে হবে এবং সেইসব নতুন পার্টি কর্মীদের মাধ্যমে পার্টির সাথে জনসাধারণের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।"[৬]

ভারতী এই নীতির অন্যতম রূপকার। উপলকে সে বোঝাতে চায় —

১। 'দেশের জন্য, দেশের নিপীড়িত মানুষের জন্য তোর কিছু করার আছে রে উপল।' ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৭৭)

২। 'আচ্ছা তুই কোনোদিন সত্যি সত্যি একজন নকশাল আন্দোলনে বিশ্বাসী মানুষ হয়ে যেতে পারিস না?' ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৭৩)

৩। 'তুই এ যুগের একজন যুবক, জীবনে কোনোদিন কারো ভালোবাসা, স্নেহ, বিশ্বাস, এসব কিছু পাসনি, ন্যায্য বিচার-বিবেচনার আসল কী চেহারা তা বুঝলি না। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তেমন করে লেখাপড়া শিখতে পারলি না। শুধু বুকে যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে অন্ধকার থেকে অন্ধকারে পালিয়ে বেড়ালি সারাটা জীবনভর। ... একটা ভালো চাকরি পেলেই কি তুই বাবা-মাকে খুশি করতে পারবি, নাকি বোনেদের মুখে হাসি ফোটাতে পারবি? ... আমরা একটা কঠিন সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে। বেঁচে থাকা অথবা একবারে মরে যাওয়া। এভাবে রোজ রোজ একটু একটু করে মরে যাওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করা মানে হয় না। আমি মনে করি না তোর জীবনে যুদ্ধ ভিন্ন অবশিষ্ট কিছু আছে,..." ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৭৫)।

বামপন্থী আন্দোলনের মূল কথা হল সমাজ পরিবর্তন। সমাজের আপামর মানুষের কল্যাণই হল বামপন্থীদের লক্ষ্য। ব্যক্তির উন্নতি দেশের বা সমাজের উন্নতি নয়, ভারতী সে-কথাই বার বার বোঝাতে চেয়েছে উপলকে। সমস্ত বামপন্থী দলই সমাজ পরিবর্তনের কথা বলে, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে কিন্তু দল ভেদে পথ যায় পালটে। মাও সে তুঙ বলেছেন,

"কোন মুর্মূষু শ্রেণী সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। একমাত্র বন্দুকের নলের ভেতর থেকেই স্বাধীনতা বেরিয়ে আসে।"[৭]

নকশাল আন্দোলনের ভিত্তি ছিল বন্দুকের নল। দ্বিধাহীন ভাবে নকশাল আন্দোলনের নীতি নির্ধারিত হল, "শ্রেণীশত্রু খতমের মধ্য দিয়েই একমাত্র জনগণকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি, সবচেয়ে ভালভাবে সংগঠিত করা যায়।" (নকশালবাড়িঃ পৃঃ ২০৬) । ভারতীরা এই নির্দেশিত পথেই হেঁটেছে। ভারতীর কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে একই বাণী, " বন্দুকের নলই শক্তির উৎস"। ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৭৬)।

৪

উপন্যাসে অলোক সোমকে ভারতীর ঊর্ধতন নেতৃত্ব রূপে দেখানো হয়েছে। তার রাজনৈতিক তত্ত্ব জ্ঞান আরও ব্যাপক। সে ভারতীকে নিয়মিত রাজনৈতিক শিক্ষা দেয়। ভারতীকে সমাজ পরিবর্তনের উদ্বুদ্ধ করতে সে নকশাল আন্দোলনের মৌলিক নীতি শুনিয়েছে, "সশস্ত্র বিপ্লব ভিন্ন এ দেশে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই বুঝলি রে শুভ্রা!... বিপ্লব কোনো দিন শেষ হয়ে যায় না..." ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৬৫)। সমস্ত বামপন্থী দলই বৈপ্লবিক দল। কিন্তু নকশালরা তো অতি বিপ্লবী।এদের মতে যদি কোনো অঞ্চলে কৃষকদের রাজনৈতিক চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ করা যায়, তাহলে সে অঞ্চলে সহজেই শ্রেণিশত্রু উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে। তবে এই মুক্তাঞ্চল গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম। অলোক সেই কর্মনীতি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কাজ করে। সে তার কমরেডদের " কালচারাল রেভ্যুলুশন, কৃষিবিপ্লব কিংবা সশস্ত্র সংগ্রামের" কথা বলে। এদের সংগ্রাম কেবল আঘাত হেনে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। এদের খতমের তালিকায় আছে—রাষ্ট্রশক্তির হাতিয়ার পুলিশ-মিলিটারি-আমলারা। উপন্যাসে অবনীশ বুর্জোয়া শক্তির দালাল তথা আমলার সঙ্গে তুলনীয়। অবনীশ যে কেবল শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে তা নয়, তাদের ধর্মঘট সমূলে নির্মূল করছে। তাদের মতে এই দালালকে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ, বিপ্লবের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। তাই শুভ্রা উপলকে বলেছে, "বিশ্বাসঘাতক এবং দালালদের বাঁচিয়ে রেখে কোনোকালে কোনো বিপ্লব শুরু করা যায় নি।" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৮৮)। কাজেই, অবনীশ মৌলিকদের মতো মানুষদের হত্যা করতেই হবে। আর সেই

হত্যার ভার এসে পড়েছে উপলের ওপর। বালাবাহুল্য, উপল এই কাজে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, সে জন্য পার্টির কাছে লাঞ্ছিত, পার্টির চোখে সে বিশ্বাসঘাতক এবং শুভ্রার কাছে কাপুরুষ।

৫

Where there are Revolutionaries there are Revisionists. (যেখানেই বিপ্লবীরা আছেন, সেখানেই আছে সংশোধনবাদীরা —চারু মজুমদার, ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৯৭২)। 'অনুপ্রবেশ' উপন্যাসে উপলমুখর চরিত্রে সংশোধনবাদের প্রভাব আছে। সাধারণ দৃষ্টিতে উপল ভীতু, কাপুরুষ। তার ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তার অভাব। পারিবারিক সমস্যা তাকে ভাবায়। সেও আর পাঁচটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সহায়হীন সন্তানের মতো সমাজে টিকে থাকতে চায়। চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবুও তার মধ্যে আছে বামপন্থী রাজনীতির নীতিবোধ—কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ভোটে ছাত্র ফেডারেশনের প্রার্থী হয়ে ছাত্র পরিষদের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রার্থী লালটুসকে পরাজিত করার মধ্যে কিছুটা হলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাবে মারমুখী লালটুর কাছে আত্মসমর্পণ করে সাদা কাগজেই দস্তখত করে দেয়। রাজনীতির মারপ্যাঁচে জেরবার হয়ে তাকে চলে আসতে পরাশ্রয়ে নিমতিঝোরা চা-বাগানে।

উপল নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল পার্টির আদর্শের জন্যে নয়, স্রেফ ভারতীর রূপে বা প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার এই বিপজ্জনক পথে পা বাড়ানো। উপল বলেছে—আমি তোদের যুদ্ধে জীবন দেব, শুধু কথা দে ভারতী, তুই আমাকে ছেড়ে কোনোদিন পালিয়ে যাবিনা! ... ভারতী আমায় বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিল। সেদিন রাত থেকেই ভারতী আমার শুভ্রা হয়ে গেল।" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৭৯-৮০)কাজেই উপলের নকশাল হওয়ার মধ্যে আদর্শ ছিল না, শর্ত ছিল। তখনও উপল জানে না, নকশাল করতে হলে কেবল জীবন দিলে হবে না, জীবন নিতে হবে —একান্ত আপনজন হলেও তার জীবন নিতে হবে।

উপল যে অন্নদাতা অবনীশ মৌলিককে হত্যা করতে ব্যর্থ তার মূল কারণ উপলের মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতা। পার্টির নির্দেশে হত্যা করতে গেলেও ব্যক্তিগত জীবনে অবনীশের উপকার সে ভুলতে

পারেনি— অবনীশ যেমন লোকই হোক না কেন, তার আশ্রয়ে উপলের বড়ো হওয়া, তার জন্যেই উপলের চাকরি। অথচ কন্যা স্নেহে পালিত হয়েও ভারতী সহজে সব কিছু উপেক্ষা করতে পেরেছে — মেসোর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছে, সর্বোপরি হত্যার ছক কষেছে। হাতে বন্দুক ও বোমা নিয়ে অবনীশ মৌলিককে হত্যা করতে গিয়ে উপলের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় — "ওর মেসো ওকে নিয়ে এসে মেয়ের মতো করে বড় করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সেই ভারতিই ওই মেসোকে খুন করার ছক কষে আমার ওপর দায়িত্বটা চাপিয়ে দিয়েছে। ... বাবার স্নেহ দিয়ে যে অবনীশ মৌলিক ভারতীকে একটু একটু করে বড় করেছেন, যে মেসো-মাসিমণির জন্য ভারতী আজ শুধুই ভারতী নয়, শুভ্রাও, সেই মেসো-মাসিমণির জন্য ভারতীর ভয়ঙ্কর এক উপহার!" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৮৫)।

উপলের এই জীবন সমীক্ষা ভারতী ও উপলের চারিত্রিক ও নৈতিক স্তর স্পষ্ট করে দেয়। নকশালদের আদর্শ মানবিক-চেতনাহীন, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর, অন্তত উপলের তাই-ই মনে হয়েছে। পার্টির নির্দেশ মতো কাজ করতে না পারাটাও বিশ্বাসঘাতকতা, তারও শাস্তি মৃত্যু। অবনীশ মৌলিককে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে পার্টির সহকর্মীরা উপলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন উপলের মনে "সেই কতদিন আগের লালটুসের মুখচ্ছবিটা ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়।" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৯১)। বোঝা যায়, তার ভাবনায় শোষক শ্রেণির অংশভূত লালটুস ও নকশালদের আক্রমণ একাকার হয়ে যায়। কংগ্রেসের মলয় শূরের দল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের ক্ষমতা লাভে ব্যর্থ হয়ে প্রবল আক্রোশে উপলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। নকশালরাও তেমনি ক্ষমতার প্রতিবন্ধক শক্তির একজনকে হত্যা করতে না পারায় উপলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। উপলের রাজনৈতিক চেতনায় কংগ্রেস-নকশাল এক হয়ে যায়।

এই উপন্যাসে উপল চরিত্রটি নকশালদের কথায় কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদীর প্রতিনিধি রূপে অঙ্কিত। নকশালরা 'রাতারাতি' সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে চেয়ে 'জনযুদ্ধ' নীতি গ্রহণ করে । অন্যদিকে, সংশোধনবাদীরা (সি. পি.আই. এম.) সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতি স্বীকার করে নেয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শ হল মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দলের নীতিগত অবস্থান স্পষ্ট করা। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর

সামনে দাঁড়িয়ে উপল নকশাল দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বকে বলেছে, "কমরেড! মানুষ খুন করে মানুষের মঙ্গল কীভাবে করা যায়, এটা আমি বুঝতে পারিনি — ...অলোক নিমতিঝোরা চা-বাগানের ম্যানেজার অবনীশ মৌলিককেও তো আমাদের সঙ্গে পেতে পারি, আই বিলিভ ইট কমরেড।"('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৯২)। এতো সি. পি.আই. (এম.) -এরই চিন্তাধারার প্রতিফলন।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে চারু মজুমদারের ঘোষণা ছিল,

> "শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই পার্টি নেতৃত্ব আমাদের সহকর্মী তো ননই, আমাদের সহযোগীও নন। ... তারা আজ প্রত্যেকটি দেশের গণমুক্তি সংগ্রামের শত্রু, বিপ্লবী সংগ্রামের শত্রু বিপ্লবী চীনের শত্রু, এমন কী সোভিয়েত জনগণের শত্রু।" [৮]

কাজেই উপলও নকশালদের কাছে শোধনবাদী, তাদের চোখে বিশ্বাসঘতক ও শত্রু। অলোক বলেছে," কোনো বিশ্বাসঘাতককে ক্ষমা করা পার্টির নীতিবিরোধী।"('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ৯২)। তবুও সে-মুহূর্তে সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট যে-ভাবেই হোক বেঁচে যায় — হয়তো বা শুভ্রার চেষ্টায়। কিন্তু উপল সম্পূর্ণভাবে একা। এ-ভাবে বেঁচে থাকা বাঁচা নয়। পার্টির কাজে কোনোরকম অন্তরায় না ঘটালেও শুভ্রাদের কাছে উপল শত্রু। শত্রুদের খতম করাই শ্রেণিসংগ্রাম। উপন্যাসের শেষে অলোকরা সেই কাজটাই করতে আসে। কিন্তু আজ আর উপল ভয় পায় না। কঠিন যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে উপল বলে, " আমি তোমাদের হাতে খুন হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে শুরু করিয়ে দিতে চাই শুভ্রা।" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ১০৪) ।উপন্যাসের শেষ বাক্যে ঔপন্যাসিক চরম সত্য প্রকাশ করলেন উপলের বক্তব্যে, " কথা শেষ করেই আমি বুঝতে পারি, আমার ক্ষমতা অসীম, বন্দুকের নলের চাইতেও।" ('অনুপ্রবেশ' পৃঃ ১০৪)। একটি বাক্যেই ব্যঞ্জিত হল নকশাল আন্দোলনের অসারতা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সংশোধনবাদীদের নীতি ও আদর্শগত ভাবনার প্রসারতা।

৬

উপন্যাসটি আগাগোড়া উপলের স্মৃতিপটে চিত্রায়িত। উপলের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস ও সেই ইতিহাস রোমন্থনের পটভূমিকায় নকশালবাড়ির আন্দোলন উপন্যাসে জাল বিস্তার করেছে। এখানে প্রধান চরিত্র দুটি সংশোধনবাদী উপল ও নকশাল নেত্রী শুভ্রা। উপলের দৃষ্টিকোণে পাঠক শুভ্রা ও তার দলকে দেখেছে। উপলের বিশ্লষণে ভারতী পাঠকের হৃদয়পটে রূপমণ্ডিত হয়েছে। সব মিলিয়ে উপল নিজেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে করে বাস্তবে তার উলটো। তবে, উপন্যাসে ভারতী ও শুভ্রা নামান্তরের মাধ্যমে একই নারীর দুই রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্ত, গোছালো, সংসারী ভারতী, নকশাল নেত্রী ভারতীর মধ্যে মানবিক ও রাজনৈতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব লেখক স্পষ্ট করেন নি, মূলত শুভ্রাদের রাজনৈতিক আদর্শ-নীতিবোধকে ব্যঞ্জিত করতে গিয়ে মানবিক অনুভূতি হয়েছে উপেক্ষিত। একসময় আদর্শচ্যুত, বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি থেকে শুভ্রা উপলকে উদ্ধার করলেও অসুস্থ উপলের প্রতি অবজ্ঞা শুভ্রাকে নির্দয়, নিষ্ঠুর করে দিয়েছে। ফলে শুভ্রার মানবিক অনুভূতি অপেক্ষা তার দলীয় আদর্শ প্রকট হয়ে উঠেছে। আদর্শের অন্তরালে লেখক নকশাল রাজনীতির নিষ্ঠুরতা ও অসারতা প্রতিবিম্বিত করেছেন। যে রাজনীতি মানুষের মঙ্গালের স্বপ্নে বিভোর হয়ে মানব হত্যালীলায় মেতে ওঠে, আর যাই হোক সে রাজনীতি কল্যাণকর হতে পারে না। এই উপন্যাসে উপল  কমিউনিস্ট পার্টি সি. পি. আই. (এম.) দলের ভাব ও আদর্শে পুষ্ট। তার মাধ্যমেই উপন্যাসের শেষে পরোক্ষভাবে হলেও সংশোধনবাদের জয় ঘোষিত হয়েছে। ‘অনুপ্রবেশ’ নামকরণটিও নানা দিক থেকে শিল্পিত হয়েছে। অবনীশ মৌলিকের বাড়িতে ঘটেছিল ভারতী ও উপলের অনুপ্রবেশ। আবার, শুভ্রাদের দলে উপলের নাম লেখানো তো অনুপ্রবেশই। অন্যভাবে বলা যায়, নকশাল আন্দোলনের ভেতরে সংশোধনবাদী উপলের প্রবেশ তো সি. পি. আই. (এম. এল.) —এর মধ্যে সি. পি. আই. (এম.) —এর মতাদর্শের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে নকশাল রাজনীতির বৈপরীত্যে সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টির জয় ঘোষণা। এই ব্যঞ্জনাময় পরিণতি তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ‘অনুপ্রবেশ’ সার্থক করে তুলেছে।

তথ্যসূত্রঃ

১। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেলিনবাদী)'র কর্মসূচি,১৯৭৩ সালে নবম কংগ্রেসে অনুমোদিত, ২৭ নং ধারা।

২।১৯৭০ সালে অষ্টম কংগ্রেসে অনুমোদিত রিপোর্টের শিরোনাম।

৩। চারু মজুমদার, ''সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই কৃষক সংগ্রাম কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে'', এপ্রিল,১৯৬৭।

৪। সি. পি. আই.(এম. এল.) 'র গঠনতন্ত্র, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪(খ) ধারা।

৫।১৯৭৩ সালে সি. পি. আই.(এম. এল.) 'র নবম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি, ১১ ধারা।

৬ চারু মজুমদার, ''আধুনিক শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান''।

৭। চারু মজুমদার, ''সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সশস্ত্র পার্টিজান সংগ্রাম গড়ে তুলুন''।

৮। চারু মজুমদার, ''সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সাচ্চা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামই এখনকার প্রধান কাজ'', ১২ আগস্ট, ১৯৯৬।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১। তুষার চট্টোপাধ্যায়, 'অনুপ্রবেশ',বইওয়ালা, ২০০৪।

২। আজিজুল হক, 'নকশালবাড়ি :তিরিশ বছর আগে এবং পরে', দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।

*সহ-অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর, বীরভূম, পঃ বঃ এবং সম্পাদক-অন্তর্মুখ, বাংলা গবেষণা পত্রিকা।